খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1 ● Issue-24 ● Bardhaman ● 30 May, 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

● ধনেখালি থেকে যদি ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজারের ব্যবধানে রচনা ব্যানার্জি জেতে তাহলে তিন মাসের মধ্যে ধনেখালিতে পঞ্চাশ কোটি টাকার গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

● শুধু তৃণমূল আমলের ওবিসি তালিকা নয়,বাম আমলের ওবিসি তালিকাও বাতিল করল হাইকোর্ট। ২০১০ থেকে নতুন করে তৈরি সমস্ত ওবিসি তালিকা বাতিলের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর ফলে বাতিল হতে চলেছে প্রায় ১০ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট।

● তৃণমূলে যোগ দিলেন বসিরহাটের বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সিরিয়া পারভিন।

● কলকাতায় চিকিৎসা করাতে এসে খুন বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম আনার। বাংলাদেশের ঝিনাইদহ ৪ আসনের তিনবারের সাংসদ আনোয়ারুল।

● সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই শুভেন্দু অধিকারীর কোলাঘাটের ভাড়া বাড়িতে পুলিশি হানার অভিযোগ ! প্রতিবাদে কোলাঘাট থানায় হাজির শুভেন্দু অধিকারী। ''চোর মমতার সাহস দেখুন'', থানা থেকে বেরিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ শুভেন্দুর। থানার সামনে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের।

● হুগলির জাঙ্গিপাড়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ! প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়।

● ভোট শেষ হতে না হতেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা ব্যানার্জিকে বিজেপিতে যোগদান করার আহ্বান জানালেন হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি !

● তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ কুনার হেমব্রম।

● ''শুধু হুগলি নয়,৪ তারিখ সারা বাংলাতেই উড়বে সবুজ আবির'', খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিককে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে আত্মপ্রত্যয়ী কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

● মমতা ব্যানার্জির দাম কত ! অভিষেকের নিশানায় অভিজিৎ। ছবি দেখিয়ে অভিজিৎকে নিশানা করে

(এরপর চারের পাতায়)

একদিকে বাঁশের সেতু ভেঙে পড়ায় চরম দুর্ভোগ,অন্যদিকে বাঁশের মাচান সরিয়ে জেটি নির্মাণ হওয়ায় খুশির হাওয়া, দুই বিপরীত চিত্র কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা,কালনা - একই মহকুমায় একদিকে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো ভেঙ্গে বিপত্তি আর অন্যদিকে জেটি নির্মাণে সুবিধা পূর্ব বর্ধমানের কালনাতে। আর জেটি নির্মাণে এবারের ভোট বাক্সে তৃণমূল কিছুটা হলেও সুবিধা পেয়েছে বলে দাবি। কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভায় ভাগীরথী নদী পারাপারের জন্য ছ'টি নতুন জেটি তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন কালীনগর, উদয়গঞ্জ, মনমোহনপুর ও কিশোরীগঞ্জের কয়েক হাজার মানুষ খুশি। ফলে লোকসভা ভোটে তৃণমূলের দখলে থাকা বিভিন্ন গ্রামে এবার জয়ের ব্যবধান অনেকটাই বাড়বে বলে শাসকদলের নেতারা আশাবাদী। সোমবার ওই সব এলাকায়

মানুষজন তাদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন বলে তৃণমূল নেতা নেত্রীরা দাবি করছেন। অন্যদিকে আবার ভিন্ন চিত্র নসরৎপুরে। এখানে ভোটের আগে থেকেই এলাকায় খড়ি নদীর উপর সেতু ভেঙ্গে এখনও একটানা দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। তার বিরূপ প্রভাব কি ফেলেছে ভোটে, সেটাও এখন রাজনৈতিক চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালনার পূর্বস্থলী ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এবং স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে এসমস্ত বিচ্ছিন্ন দ্বীপে যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। আগামী দিনে পাইপলাইনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সহ আরও উন্নয়ন হবে। এই বিধানসভা আসনের কালনা ১ নং ব্লকের ধাত্রীগ্রাম পঞ্চায়েতে পড়ে কালীনগর ও উদয়গঞ্জ।পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের নসরৎপুর পঞ্চায়েতে পড়ে মনমোহনপুর ও কিশোরীগঞ্জ। এই চারটি গ্রামই কালনার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। ভাগীরথী নদীর ওপারে এসমস্ত গ্রামগুলি রয়েছে। এখানকার মানুষকে চিকিৎসা,ব্যবসা,শিক্ষা ও অন্য প্রয়োজনে নদী পেরিয়ে ধাত্রীগ্রাম ও সমুদ্রগড় এলাকায় আসতে হয়। কয়েক দশক ধরে এই সমস্ত গ্রামের মানুষ বাঁশের মাচান দিয়ে/ নৌকায় নদী

(এরপর চারের পাতায়)

খানপুর ময়রা পাড়া রক্ষাকালী পুজো উপলক্ষ্যে আয়োজিত সং – এ আমাদের চোখে সেরা ছবি।

ভোটের দিন লকেটের 'দিদিগিরি' ধনেখালিতে !

নিজস্ব সংবাদদাতা - ভোটের দিন ধনেখালিতে দিনভর দাপিয়ে বেড়ালেন হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি। মোবাইল ফোন,অভিযোগ।রাজ্য পুলিশকে বুথ থেকে বের করে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে লকেটের

অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগে সরগরম ধনেখালি।লকেটের অভিযোগ,ভোটার সহায়তা কেন্দ্রের নাম করে আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করছে তৃণমূল।যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।তৃণমূলের অভিযোগ,নির্বাচন কমিশনের ভোটার সহায়তা কেন্দ্রের মহিলাদের অপমান করেছে লকেট।তৃণমূলের আরও অভিযোগ,মিথ্যা নাটক করে শান্ত ধনেখালিকে অশান্ত করতে চাইছে লকেট। ধনেখালির সিতি পলাশী বুথের ভোট সহায়তা কেন্দ্র থেকে বিএলও'র দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আশা কর্মীকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ লকেটের বিরুদ্ধে।নিয়ে নেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে।ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্রের অভিযোগ,দশঘরায় তৃণমূলের বুথ এজেন্টকে মারধর করেছে লকেট।অসীমা পাত্রের আরও অভিযোগ, ধনেখালির মুইদিপুর ১০৭ নং বুথে তৃণমূলের বুথ ক্যাম্প ভাঙচুর করেছে লকেট।ভোটারদেরও ধমক ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ লকেটের বিরুদ্ধে। লকেটের এই 'দিদিগিরি'র বিরুদ্ধে সরব হন এলাকার বাসিন্দারা।প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা।লকেট চ্যাটার্জিকে ঘিরে দিতে থাকেন গো ব্যাক স্লোগান। লকেট চ্যাটার্জির সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন অসীমা পাত্র।দু'জনেই দিতে থাকেন চোর চোর স্লোগান।প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এলাকায়।বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী বসুর জন্মদিন পালনের দাবিতে সরব সুবলদহ গ্রামের মানুষজন

নিজস্ব সংবাদদাতা - বর্ধমানের বিশ্বখ্যাত বীর বিপ্লবী আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী বসুকে প্রতি বছরই ২৫ মে স্মরণের দাবিতে সরব সুবলদহ গ্রামের মানুষজন।পরাধীন ভারতের অন্যতম বীর বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মদিন পালন করা হোক সমস্ত প্রতিষ্ঠানে। সাংবাদিক সম্মেলন করে এই দাবি তুললেন পূর্ব বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদর এলাকার মানুষজন। কারন রাসবিহারী বসু

জন্মগ্রহণ করেন অবিভক্ত বাংলার বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদর এলাকার

(এরপর চারের পাতায়)

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

খবর সোজাসুজি

Volume-1 ● Issue-24 ● 30 May, 2024

ভাষা সন্ত্রাস

রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের মুখের ভাষা দিন দিন শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে ভাষা সন্ত্রাস। দিন দিন আমরা যেন কেমন লাগামছাড়া হয়ে যাচ্ছি। কি বলছি,কাকে বলছি সেদিকে আমাদের হুঁশ থাকছে না। প্রকাশ্য সমাবেশে হাজার হাজার মানুষের সামনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বলছেন ফোর টোয়েন্টি,ভাবা যায় ! আবার দেশের প্রধানমন্ত্রীও কম যাচ্ছেন না। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, বিরোধীরা 'মুজরো' করছেন। সাংবিধানিক সর্বোচ্চ পদে থেকে প্রধানমন্ত্রীর মুখে এধরনের ভাষা কি শোভা পায় ? রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা জনসভায় বক্তব্য রাখছেন না পাড়ার মাচায় বসে আড্ডা মারছেন বোঝা দায়। মুখে কোনো আগল থাকছে না। আবার কিছু দিন আগেও যাকে জনগণ ভগবান মনে করতেন সেই প্রাক্তন বিচারপতিও ভোটে দাঁড়িয়ে লাগামহীন। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে জিজ্ঞাসা করছেন আপনার রেট কত ? বিচারপতির মুখের ভাষা দেখুন। কত নিম্নরুচির মানুষ হলে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে এধরনের অশালীন কথা একজন প্রাক্তন বিচারপতি বলতে পারেন ভাবুন। ভোটের জন্য প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে গিয়ে আর কত নিচে নামবেন অভিজিৎবাবু ? আপনাকে তো রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ আদর্শ বলে মনে করতেন। আপনার মতো একজন বিচারপতির এই অবস্থা ! আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতির কি হাল ! যুব সমাজ আপনাদের থেকে কি শিখবে ? ভোটের প্রচার চলছে না কলতলার ঝগড়া হচ্ছে বোঝা দায় ! শুধু মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী,প্রাক্তন বিচারপতি নয়, ভোটের মরসুমে ছোট বড় অনেক নেতা নেত্রীরই মুখে কোনো আগল নেই। নীতি নৈতিকতার কোনো ব্যাপার নেই, মুখে যা আসছে তাই বলছেন। ব্যক্তি আক্রমণ আর কুৎসাতেই ব্যস্ত সবাই। কে চোর আর কে ডাকাত সেকথা নিজেরাই বলে দিচ্ছেন। আর বোকা জনগণ সবকিছু দেখে মুচকি হাসছেন।

বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার ধারে গিজগিজ করছে পার্থেনিয়াম। দূর থেকে দেখলে মনে হবে জঙ্গল। শুধু হুগলি,বর্ধমান নয়, সারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বেড়ে উঠেছে ক্ষতিকর এই গাছ। মানুষের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে পার্থেনিয়াম নিধনে প্রশাসনিক স্তরে অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকেই। মথুরাপুর থেকে নারায়ণপুর যাবার পথে তোলা ছবি।

হয় তো ছিল

বিজন দাস

ছিবড়ে করে কেউ বা খুশি
কেউ ছিবড়ে হয়ে,
কেউ কেউ তো মরছে ডুবে
রিয়ালিটি শো'য়ে।

সিরিয়ালে ভাসছে সবাই
হাসি ব্যায়াম হো হো,
মিডিয়াতে মুখ দেখাতে
সাজানো বিদ্রোহ।

ভিতরে সব ভেঙে পড়ছি
উপরে সব ফিট,
টুনকো পাওয়ার পুষে কেউ কেউ
হচ্ছি ফেবারিট।

মাতামাতির হাতাহাতির
কাঁকড়া জাতি সব,
পিছন থেকে টেনে ধরার
চলছে মচ্ছব।

টানছি আমি টানছে আমায়
টানাটানি কে আর থামায়,
কেউ উঠলে রব উঠে যায়
পাকড়া ওকে পাকড়া
আমাদের সেই আদি পুরুষ
হয় তো ছিল কাঁকড়া।

খবর সোজাসুজি

দীপঙ্কর বৈদ্য

খবর সোজা নয় কো সুজি,
খেতে মিষ্টি ময়রার গুজি'।
আপদ খেলে খুঁটির জোরে,
সাংবাদিক আজ একাই লড়ে।
সবাই কেমন মারছে ঘাঁটি,
হাঙর তিমি, চুনোপুঁটি।
দেশ-বিদেশে, এই গেরামে,
উপর নীচে, ডানে বামে।
মনুষ্যত্বের ভরাডুবি,
সাধারণের কষ্ট খুবি।

ঘরে বাইরের গোপন খবর,
দেখুন, বলুন সাহস জবর।
অলীক খুঁটি পড়বে ঝরে,
ক্যাঁচক্যাঁচ, মড়-মড় মড়াৎ করে।
প্রতিবাদের গর্জনে সব,
পালন হবে আজ দুর্গোৎসব।
শিক্ষা স্বাস্থ্য বস্ত্রের চাবি,
চলার পথের ভাবাভাবি।
জীবন তো নয় হাবজি গাবজি,
পড়ুন খবর সোজাসুজি।

প্লাস্টিক ঃ পরিত্রাণের পথ

পার্থ পাল

সেদিন অনুষ্ঠানবাড়িতে অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটল। টিফিনে মটর-পনির দিয়ে লুচি সাঁটানোর পর বেশিরভাগ আমন্ত্রিতই খাবার থালাটিকে ধুয়ে ব্যাগে পুরে ফেললেন! দেখা গেল, থালাটি গতানুগতিক পলিথিন মোড়া কাগজ বা থার্মোকলের তৈরি নয়। সেটি তৈরি হয়েছে সুপারি গাছের পাতা থেকে। বেশ শক্তপোক্ত, জলরোধী, আকারে বড় থালাগুলি সুদর্শনও। ওখানে পানীয় জলও পরিবেশন করা হল চকচকে স্টিলের গ্লাসে। এবং কি আশ্চর্য, কোনও অতিথিই বোতলবন্দী জল না পাওয়ার অভিযোগ করলেন না! বরং প্লাস্টিক বর্জিত এমন আপ্যায়নের প্রশংসা করলেন প্রত্যেকেই।

সুতরাং মানুষও চায় প্লাস্টিক থেকে দূরে থাকতে। কিন্তু অভ্যাসগত বা ব্যবস্থাগত কারণে আমরা প্লাস্টিক-নির্ভর থাকতে বাধ্য হই। সকাল থেকে রাত প্লাস্টিক বিনে আমাদের গতি নেই। রান্নার বাসনপত্র, প্যাকেজিং, খেলনা, আসবাবপত্র থেকে শুরু করে নির্মাণ শিল্পেও এখন প্লাস্টিকের রমরমা। হালকা, দৃঢ়, দামে কম এবং সুস্থায়ী হওয়ায় জনগণের পছন্দ তাই বিকল্পহীন। ১৯৫০ সালে বিশ্বে প্লাস্টিকের ব্যবসায়িক উৎপাদন শুরু হয়। তার কুড়ি বছর পরে উৎপাদন হয় বছরে কুড়ি লক্ষ মেট্রিক টন। আর গত বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সে উৎপাদন বেড়েছে দু'শ গুন। অর্থাৎ, বছরে চার হাজার লক্ষ মেট্রিক টন! যার মধ্যে আমাদের দেশেরই অবদান পঁয়ত্রিশ লক্ষ মেট্রিক টন।

প্রধানত অপরিশোধিত খনিজ তেল থেকে প্লাস্টিক তৈরি হয়। বিশ্বে মোট উৎপাদিত অপরিশোধিত খনিজ তেলের নয় শতাংশ এ কাজে ব্যবহৃত হয়। চাহিদা এমনভাবে বাড়তে থাকলে ২০৫০ সালে তা কুড়ি শতাংশ পৌঁছাবে। যে সমস্ত পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম নেই মূলত তাদেরকেই প্লাস্টিক বলা হয়। অর্থাৎ যা নয় ইলাস্টিক তাই প্লাস্টিক। এদের অনেক রকমফেরও আছে। যেমন - পলিথিন, টেফলন, পিভিসি, পলিয়ামাইডস বা নাইলন, পলেস্টার,

পলিকার্বন ইত্যাদি। এগুলির আণবিক গঠন অনেকটা ফুলের মালার মত। অনেকগুলি ফুল গেঁথে যেমন মালা তৈরি হয়, তেমনি বহু মনোমারের সংগঠনে তৈরি হয় পলিমার। যেমন, পলিথিন যা পলি ইথিলিনের ডাক নাম তার মনোমার হল ইথিলিন। কৃত্রিমভাবে তৈরি এই যৌগগুলি মানব সভ্যতায় বহু সুবিধার ডালি নিয়ে হাজির হয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই এতে জীবনযাত্রার মান হয়েছে সহজ। এবং সাথে হাজির হয়েছে ভয়ংকর বিপদও।

প্লাস্টিক প্রাকৃতিকভাবে ধ্বংস হয় না। কারণ পলিমারকে ভেঙে মনোমারে পরিণত করার মত মস্তান ব্যাকটেরিয়া এখনও বিশ্বে আবির্ভূত হয়নি। দীর্ঘদিন খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে প্লাস্টিক ভেঙে মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হয়। যা সবুজ ঘাসের মাধ্যমে পশুদেহে প্রবেশ করে। এবং পরের ধাপে মাংসে মিশে পৌঁছে যায় মানবশরীরে। এই মাইকোপ্লাস্টিক এতই সূক্ষ্ম যা বাতাসবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌঁছায় সহজেই। যাঁরা ভাবছেন প্লাস্টিক পুড়িয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যাবে, তাঁরা জেনে রাখুন এই পোড়ানো বর্জ্য গ্যাস আরো ভয়ঙ্কর। যা বায়ুকে দূষিত করে ভীষণভাবে। আর বাকি বেশিরভাগ প্লাস্টিকের বায়ু ও জলবাহিত হয়ে পুকুর নদী পেরিয়ে শেষমেশ সমুদ্রপ্রাপ্তি ঘটে। অবলা, অ-জ্ঞান সামুদ্রিক প্রাণীরা সেই প্লাস্টিককে খাবার ভেবে খেয়ে চরম কষ্টে মৃত্যুমুখী হয়। বলা হচ্ছে, এভাবে চলতে থাকলে আর পঁচিশ বছর পরে সমুদ্রের মাছের থেকে প্লাস্টিকের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে। যাতে অভাবনীয় বিপর্যয় ঘটবে বাস্তুতন্ত্রে।

তবে কি সমাধানের পথ নেই! অবশ্যই আছে। এমন প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়াতে হবে, যা জৈব ভঙ্গুর। অর্থাৎ যা মাটিতে পড়ে থাকলে দেড় মাসের মধ্যে মাটিতেই মিশে যেতে পারে। এর জন্য উৎস উপাদান হিসাবে অপরিশোধিত খনিজ তেলের পরিবর্তে উদ্ভিদজাত স্টার্চকে ব্যবহার করতে হবে। করা হচ্ছেও। বিদেশে ক্যাসাভা গাছের মূল থেকে টপিওকা নামের স্টার্চ বের করা হচ্ছে। যা থেকে তৈরি হচ্ছে বায়োপ্লাস্টিক। এছাড়াও আখ,ভুট্টা ভেজিটেবিল তেল, চর্বি, বিভিন্ন প্রোটিন ব্যবহার করেও এমন প্লাস্টিক তৈরির কাজ চলছে। এ সমস্ত প্লাস্টিককে ব্যাকটেরিয়ারা সহজেই ভেঙে ফেলতে পারে। তাই এগুলিও প্রকৃতিতে মিশে যায়।

প্রকৃতিকে বাঁচাতে, সমুদ্রকে শুদ্ধ রাখতে, সর্বোপরি নিজেদের ভালো থাকতে বর্তমানে বায়োপ্লাস্টিক তাই বিকল্পহীন।

ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখুন

চঞ্চল সিংহরায়

চলচিত্র,সাহিত্য,নাটক,কবিতা,গান থেকে আমরা কি পাই ? আমরা পাই আনন্দময় জীবনে নাগরিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক চেতনা। আর মানুষ এই সব সংস্কৃতির মধ্যে থেকে খুঁজে নেয় বাঁচবার রসদ। প্রতিবাদ প্রতিরোধের পথ। দেখাল কারা ? আমরা জানি এই সংস্কৃতির জগতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যারা সেই উৎকৃষ্ট সম্মানীয় সুধী জন যাদের আমরা সুধী সমাজ বলে চিহ্নিত করে এসেছি। আর এর সঙ্গে যুক্ত থাকে বোদ্ধা পাঠক, সূচিন্তিত দর্শক ও শ্রোতা। দেখে,শুনে, পড়ে যারা নিশ্চুপ সেই বুদ্ধিজীবী সমাজকে এই আলোচনায় না আনাই ভালো। সর্ব ক্ষেত্রে বিভাজন,দূনীতি মানুষকে বিব্রত করে তোলে।নাগরিক সমাজের দায়িত্ব পালনে আজ আমরা অক্ষম হয়ে পড়েছি। সংবাদ মাধ্যম গুলি ধামাধারি সংবাদ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। নাগরিক সমাজ বিভ্রান্ত সত্যাসত্যকে আবিষ্কার করতে। আজ দিশাহীন হয়ে পড়েছে মানুষ। তাই অকপটে বলা যায় 'নাগরিক তুমি পথ হারাইয়াছ।' সঠিক পথ নির্বাচন করতে নাগরিকরা আজ গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে। মুখ ফস্কে কেউ যদি বলে ফেলেন তোমরা সুধী সমাজ কোন দিকে ? উওর একটা খুঁজে নাও কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আর আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। ন্যায় অন্যায়ের প্রতিবাদের ভাষা আজ হারিয়ে গেছে। আমরা অবশ্যই প্রতিরোধ করতে ভুলেছি। আমরা সত্য মিথ্যার যাচাই করতেও ভুলেছি। সৎ সাংবাদিক, লেখক, কবি, শিল্পী যদি সত্যের পথের পক্ষে দাঁড়িয়ে কাজ করে যায় তখন অন্যায়কারী শক্তি পলাইবে ধেয়ে। কাজ করে যাওয়াটাই আসল মন্ত্র সেখানে সরকারি বিপদ আর রক্তচক্ষু অবশ্যই আক্রান্ত করতে পারে। ধর্ম , জাতপাত, বিভেদের রাজনীতি নিয়ে সব দল সব সময়ই বুলি কপচাচ্ছে কারণ 'সর্ব ধর্ম সমন্বয়' সংবিধানগত কথাটাই আজ কয়েক দশক ধরে সঙ্কটের মুখোমুখি। নাগরিক সমাজ আজ অনুধাবন,অনুভূতি কোনোটাই এখন হৃদয়ের মর্মস্থলে স্থাপন করতে পারছে না।আজকের এই সময়ে দাঁড়িয়ে যে সব লেখক,সাংবাদিক, নাট্যব্যক্তিত্ব সত্যের উপর নির্ভর করে তাদের কলমকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমস্ত রকম লোভকে ত্যাগ করে নিবিড় সত্যকে উপলব্ধি করে নাগরিক সমাজের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে তাদের সাধুবাদ প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যখন দেখি পরিস্থিতি এক এক সময়ে নানা বিভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে চলমান সমাজকে সঠিক জায়গায় দাঁড় করাতে সম্ভব হচ্ছে না। আমরা যখন এক অসার ভাবনার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে হোঁচট খাচ্ছি তখন দায়িত্ব বর্তায় কলাকার সমাজের ওপর। তারাই পারে নিরপেক্ষতার মধ্যে দিয়ে নাগরিক সমাজের সামনে একটা সুষ্ঠু ভারতীয় আদর্শ যা প্রাচীন সময় থেকেই আমরা পেয়েছি তাকে তুলে নিয়ে আসতে যা দেশ, জাতি ও গণতন্ত্রের পরিপূরক। আমাদের দেশ যখন গণতান্ত্রিক তখন 'বাক' স্বাধীনতা অবশ্য গ্রাহ্য। নাগরিকদের 'বাক' শক্তির ভাষাকে শুদ্ধ, যুক্তিসম্পন্ন, মানব গ্রাহ্য হতে হবে। দার্শনিক থুকি ডিটিস একবার বলেছিলেন 'গণতন্ত্রকে যদি সত্যই বাঁচাতে হয় তবে প্রয়োজন এক মানুষের বা মানুষদের শাসক যিনি ন্যায্য তাকে শ্রদ্ধা করবেন।' গলা ফাটিয়ে চিৎকার,অশ্রাব্য ভাষার ব্যবহার কখনো গণতন্ত্রের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে না। যদি সত্যি করে নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা, মূল্যবোধ তৈরি করতে না পারা যায় তবে ব্যর্থ গণতন্ত্র।

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বার্ষিক সভায় বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠের দুই ক্ষুদে বিজ্ঞানীকে সম্মান

আমিনুর রহমান - বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বার্ষিক সাধারণ সভায় বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠকে বিশেষ ভাবে সম্মান জানানো হলো। জুলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অফ বর্ধমান এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা। এই অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা ছিল- পরিবেশ পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয়।এই অনুষ্ঠানের মূল বক্তা ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক পরশুরাম কামিল্যা। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ২০২৩ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে এক এবং একমাত্র নির্বাচিত বিদ্যালয় বর্ধমানের কয়রাপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠকে সম্মানিত করা।এই বিদ্যালয়টি পূর্ব বর্ধমান থেকে সারা রাজ্যের হয়ে আগামী ২০২৪ এর জুলাই মাসে জাতীয় স্তরে জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবে। যেহেতু বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের এই সংস্থা শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের আয়োজন করে তাই তারা পূর্ব বর্ধমান জেলার কয়রাপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠকে সম্মানিত করে। সম্মানিত করা হয় শিশু বিজ্ঞানী ইশিতা ব্যানার্জি ও প্রীতমা ব্যানার্জি এবং শিক্ষিকা নিবেদিতা কোলেকে। নিবেদিতা কোলে

জানান, ''প্রত্যন্ত এলাকার ছেলেদের বিজ্ঞানের আঙিনায় তুলে আনা এবং জাতীয় স্তরে তাদের মুন্সিয়ানা দেখানোর জন্য তৈরি করা। আমরা নিরলস প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে আমাদের বিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীকে তুলে আনতে পেরেছি। আগামী দিনে যাতে আরো বেশি সংখ্যক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে এবং জাতীয় স্তরে তারা নিজেদের মুন্সিয়ানা দেখাতে পারে সে বিষয়ে বিদ্যালয়গুলোকে অনুরোধ করবো।'' এ অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ডঃ মানবেশ মজুমদার জানান, ''জাতীয় স্তরে বিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় আমাদের জেলা থেকে কোন স্কুল,এই প্রথম জাতীয় স্তরে অংশগ্রহণ করছে এবং নির্বাচিত হয়েছে। এটি আমাদের কাছে ভীষণ আনন্দের বিষয়। আমরা প্রত্যাশা করব আগামী বছরগুলোতে আরো বেশি সংখ্যক বিদ্যালয় জাতীয় স্তরে অংশগ্রহণ করবে''। অনুষ্ঠানের মূল বক্তা অধ্যাপক কামিল্যা প্রথমেই এই দুই শিশু বিজ্ঞানীর মুন্সিয়ানাকে স্বীকৃতি দেন এবং বলেন, ''এরা আগামী দিনে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।'' কয়রাপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সতীনাথ গোস্বামী প্রত্যাশা করেন, সকলের সহযোগিতা এবং শুভকামনা ও আশীর্বাদ কে সঙ্গে নিয়ে এই বিদ্যালয় আগামী দিনে গোটা পূর্ব বর্ধমান জেলার মুখ উজ্জ্বল করবে।

ঘূর্ণিঝড় রেমালের জেরে সবজি চাষে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা !

নিজস্ব সংবাদদাতা - ঘূর্ণিঝড় রেমাল এর দাপটে কৃষি প্রধান পূর্ব বর্ধমান জেলায় ফসল ও সবজি চাষে চিন্তার

মধ্যে ফেলেছে চাষিদের। জেলার বিভিন্ন ব্লকে ঝড় ও বৃষ্টিতে কাঁচা সবজি বেশিরভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। অন্যদিকে আম এবং ফুল চাষের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হলো তাতে রীতিমত চিন্তার ভাঁজ চাষিদের কপালে। তবে বর্ষার ধান চাষে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছেন চাষিরা। চাষের জমির মাটি যে ভাবে ফেটে গিয়েছিল সেই অবস্থায় মাটি ভিজে থাকায় বীজতলা তৈরিতে কিছুটা সুবিধা মিলতে পারে। একই সঙ্গে জমি চষার ক্ষেত্রে সমস্যা মিটবে। এদিকে যে ভাবে সবজির ক্ষতি হয়েছে তাতে বর্ধমানের বাজারে এবার সবজির ঘাটতি হতে পারে বলে দাবি পাইকারি আড়তদারদের। বাড়তে পারে দামও।পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় হয় ব্যাপক পরিমাণে সবজি চাষ।বর্তমানে গ্রীষ্মকালীন ফসল পটল,ঝিঙে সহ একাধিক ফসল রয়েছে এলাকায়। রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের জেরে রবিবার ও সোমবার পূর্ব বর্ধমানের অধিকাংশ জায়গাতেই শুরু হয় ঝড়ো হওয়ার দাপট এবং সেই সঙ্গে একটানা বৃষ্টি। রবিবার রাত থেকে টানা বৃষ্টির জেরে পটল, ঝিঙে সহ এলাকায় থাকা সবজির ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করেন এলাকার চাষীরা। স্থানীয় এক চাষী জানান, অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে পটল গাছের গোড়া উঠে নষ্ট হয়ে গেছে। একই সাথে ঝড়ের দাপটে ভেঙেছে পটল গাছের মাচাও। আর জল খাওয়া পটল পচে যাওয়ার আশঙ্কাও করেন তারা। সব মিলিয়ে সবজি চাষে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা এলাকার চাষীদের।

পিতা পুত্রের প্রাণ কাড়ল রেমাল

নিজস্ব সংবাদদাতা - রবিবার রাত থেকেই বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় রেমালের দাপটে বৃষ্টি শুরু হয়।

সোমবারও একটানা বৃষ্টি চলে। তার সঙ্গে ছিল ঝড়ো হাওয়া।এরই মধ্যে বর্ধমানের মেমারি থানা এলাকার পাল্লা কুমোরপাড়া এলাকায় বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে একই সঙ্গে বাবা ও ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারী থানার অন্তর্গত দলুইবাজার ২ নম্বর জিপির কুমোর পাড়া গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন পিতা-পুত্র, তরুণ সিং আনুমানিক বয়স ৩০ বছর, ফড়ে সিং, বয়স ৬২ বছর। জানা গেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাড়ি ঢোকার মুখে একটি কলা গাছ ঝড়ে পড়েছিল। সেই গাছ কেটে সরাতে গিয়ে ফড়ে সিং নামে স্থানীয় বাসিন্দা বিদ্যুৎ পৃষ্ট হন।ওই কলাগাছে বিদ্যুৎ এর তার জড়িয়ে ছিল বলে অভিযোগ এলাকায়। এদিকে বাবা দীর্ঘ সময় ঘরে না আসায় তার ছেলে তরুণ সিং বাইরে বের হয়ে দেখেন তিনি পড়ে আছেন।বাবাকে উদ্ধার করতে গেলে ছেলেও বিদ্যুৎ পৃষ্ট হন।এর পর স্থানীয়রা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় ওই দুজনকে তড়িঘড়ি স্থানীয় বড়শুল হাসপাতালে নিয়ে যান।পরে বড়শুল হাসপাতাল থেকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হলে বর্ধমান হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুজনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়।

বিরল প্রজাতির পাখি দেখতে ভিড় পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা - বিরল প্রজাতির পাখির ছবি তুলতে পূর্বস্থলীর পলাশপুলি গ্রামে ভিড় জমাচ্ছেন ওয়াইল্ড লাইফের শতাধিক সদস্যরা। দিনকুড়ি আগে বিমল শীল নামে এক নার্শারীর মালিকের কাঠাঁল গাছে এক জোড়া বিরল পাখি বাসা বাঁধে। কয়েক দিন আগে পাখি দম্পতির ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। চুপি পাখিরালয়ের মাঝিদের মারফত এর ছবি সহ খরব পৌছায় কলকাতায় ওয়াইল্ড লাইফের সদস্যদের কাছে। মঙ্গলবার দুপুর থেকে ওই নার্শারীতে ভিড় জমতে থাকে। বিশাল সাইজের টেলিস্কোপ

ক্যামেরা নিয়ে দলে দলে তারা পূর্বস্থলীতে হাজির হতে থাকে। বৃহস্পতিবার দমদমের বাসিন্দা কৃষ্ণেন্দু দাস বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এই প্রজাতির পাখি বিরল। দক্ষিন ভারতে অল্প পরিমানে দেখা যায়। নাম ব্লাক নেক রাজন।বাংলা নাম,কালো ঘাড় রাজন। গ্রীষ্ম মরসুমে বাচ্চা পাড়ার জন্য এরা বহু দুরের গ্রামীণ অঞ্চলে চলে আসে।

এদিকে অসময়ে ওয়াইল্ড লাইফের সদস্যদের আগমন দেখে স্থানীয়দের মধ্যেও কৌতুহল বেড়েছে। নার্শারীর মালিক বিমল শীল বলেন, এই ধরনের পাখি আগে কখনো দেখিনি। আমাদের ছোট কাঁঠাল গাছে বাসা বেঁধেছে। দুটো বাচ্চাও হয়েছে।এখনো দেখছি দূর দুরান্ত থেকে পক্ষী প্রেমীরা এসে এদের ছবি তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

মুকুল রায়ের বাড়িতে অধীর চৌধুরী। নির্বাচনী প্রচারে কাঁচড়াপাড়ায় এসে মুকুল রায়ের বাড়ি যান অধীর। মুকুল রায়কে দেখতে এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন অধীর চৌধুরী।

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি ! টোটোতেই চলমান দোকান বানিয়ে তাক লাগিয়েছেন সাগরিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা - অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। টোটোতে চলমান দোকান।এমনটাই করে দেখাল মালদহের এক মহিলা। কিছু করার তাগিদেই অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে বুদ্ধির জোরে একটি টোটোকেই দোকান তৈরি করে নিয়েছেন তিনি ফাস্ট ফুডের দোকান এখন টোটো। কি নেই টোটোতে, রয়েছে রান্নার জায়গা,খাবার সাজিয়ে রাখার মত কিছু জায়গা,আবার টোটোর মধ্যেই রয়েছে ফ্রিজ। একেবারেই অভিনব এই খাবারের দোকানের নাম দেওয়া হয়েছে ফুট অন হুইল। মালদহ শহরের রাস্তায় এখন এই টোটো দোকান অবাক করছে সকলকেই। যদিও ঘুরে ঘুরে নয়,একটি নির্দিষ্ট জায়গাই দাড়িয়েই বিক্রি করছেন আপাতত এক মহিলা। মালদহ শহরের পার্কের সামনে বসছে এই দোকান।

সাগরিকা সাহা নামে ওই মহিলার স্বামী বেসরকারি সংস্থার কর্মী। স্বামীর পাশাপাশি নিজেও কিছু করবে এমনটা দীর্ঘদিন ধরেই ভাবছিলেন। কিন্তু মালদহ শহরের মত জায়গায় দোকান কিনে বা ভাড়া নিতে অনেক টাকার প্রয়োজন। তাই অল্প টাকা বিনিয়োগ করার চিন্তা ভাবনা শুরু করে। সেখান থেকেই ইউটিউবে ভিডিও দেখে টোটোতে দোকান তৈরির আইডিয়া আসে। তারপর একটি পুরনো টোটো কিনে সেটিকে দোকানের মত তৈরি করে। টোটো বদলে যায় চলমান দোকানে। এই টোটোকে দোকানে পরিণত করতে খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। এছাড়াও দোকানের সামগ্রী কিনতে হয়েছে। সব মিলিয়ে খুব অল্প খরচেই এই দোকান তৈরি হয়েছে। ফুট অন হুইলে শুধুমাত্র হরিণঘাটার মাংস পাওয়া যায়। বিভিন্ন আইটেমের মাংস ছাড়াও মোমো বিক্রি করছেন মহিলা। তবে এখানে হরিণঘাটার কাঁচা মাংসও বিক্রি করছেন।

কন্যা সন্তান হওয়ায় আনন্দে আত্মহারা বাবা,ফুল দিয়ে গাড়ি সাজিয়ে নার্সিংহোম থেকে বাড়িতে নিয়ে এলেন ঘরের লক্ষ্মীকে

নিজস্ব সংবাদদাতা - প্রথম সন্তান কন্যা সন্তান হওয়ায় আনন্দে আত্মহারা বাবা। ফুল দিয়ে গাড়ি সাজিয়ে বাড়ি নিয়ে এলেন ঘরের লক্ষীকে। উল্লেখ্য,গত ১৮ মে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে জন্মগ্রহণ করেন রুকসা পারভিনের কন্যা। আর এই খবর শোনার পর খুশিতে আত্মহারা হন কন্যা সন্তানের বাবা ইউসুফ হাসান। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার জোতকমল এলাকার বাসিন্দা ঐ কন্যা সন্তানের বাবা ইউসুফ হাসান জানান, তার স্বপ্ন ছিল তার একটি কন্যা সন্তান হবে এবং তিনি তাকে খুব

যত্ন সহকারে বড় করবেন, সাদরে গ্রহণ করবেন। তিনি আরও বলেন, কন্যা সন্তান এই সমাজের বোঝা নয়।কন্যা সন্তান হল ঘরের লক্ষী।তাই তিনি তার ঘরের লক্ষী নিয়ে গাড়ি সাজিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে কন্যা সন্তানের মা রুকসা পারভিন জানান,তার স্বামীর এই উদ্যোগে তিনি অনেক খুশি হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, সমাজের প্রত্যেক নারীর স্বামী এমন হওয়া দরকার। কন্যা সন্তান বোঝা নয়। কন্যা সন্তান চাইলে অনেক কিছুই করতে পারেন। এমনটাই বার্তা দিয়েছেন কন্যা সন্তানের মা রুকসা পারভিন।

(প্রথম পাতার পর)

একদিকে বাঁশের সেতু ভেঙে

পারাপার করতেন। সম্প্রতি পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে তিনটি ফেরিঘাটে ছ'টি স্থায়ী জেটি তৈরি হয়েছে।কালীনগর ও উদয়গঞ্জের জন্য একটি এবং মনমোহনপুর ও কিশোরীগঞ্জের জন্য একটি করে জেটি তৈরি হয়েছে। ঝুঁকিপুর্ণ বাঁশের মাচান দিয়ে যাতায়াতের দিন শেষ হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা খুশি। তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, কয়েক দশক ধরে উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত ছিল এই সমস্ত গ্রাম। রাজ্যে পালাবদলের পর রাস্তাঘাট, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সহ নানা সরকারি সুবিধা এসমস্ত গ্রামে পৌঁছে গিয়েছে। গ্রামবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে বাঁশের মাচানের বদলে স্থায়ী জেটির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এবার সেই দাবিও পূরণ হওয়ায় তাদের ভোট পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী তৃণমূল নেতৃত্ব। গ্রামের বাসিন্দারা জানান, স্বাধীনতার পর থেকে গ্রামে উন্নয়ন হয়নি।রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ,পানীয় জল পরিষেবা তেমন ছিল না। রাস্তাঘাট কাঁচা ছিল। পানীয় জলের জন্য ভরসা ছিল কয়েকটি টিউবওয়েল। আজ গ্রামে পিচের রাস্তা,পাড়ায় পাড়ায় ঢালাই রাস্তা হয়েছে।তবে কালনা মহকুমারই নান্দাই অঞ্চলের নসরৎপুরে কয়েকদিন আগে খড়ি নদীর উপর বাঁশের সাঁকো ভেঙ্গে পড়ে।ফলে দু'দিকের পাড়ের বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষজন চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। স্কুল কলেজ ব্যবসা ও অনান্য কাজ কর্মে বের হয়ে যাতায়াতের জন্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে জানানো হলেও কোন সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

অভিষেক বলেন, ''তুমি যার টিকি ধরে রাজনীতি করো,সে মাথা নিচু করে মমতা ব্যানার্জিকে প্রণাম করে। আর তুমি মমতা ব্যানার্জির দাম জিজ্ঞেস করেছো ? '' মমতা ব্যানার্জি সম্পর্কে অশালীন মন্তব্যের কারণে তমলুকের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে কার্যত তুলোধোনা করলেন অভিষেক ব্যানার্জি''।

- '' ভোটের সময় যত বড় পারবে তিলক কাটবে আর মাথায় টুপি আর হাজি রুমাল চড়িয়ে দিয়ে বড় বড় হিন্দু সাজবে আর বড় বড় মোসলমান সাজবে। আমি বলি ভাই,হিন্দু আর মুসলমান সাজতে হবে না। তুমি মানুষ সেজে মানুষের কাজ করো'', উত্তর চব্বিশ পরগনার কাঁচকল বাজারের সভা থেকে তৃণমূল ও বিজেপিকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান নওসাদ সিদ্দিকী।
- হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জিকে 'ডাকাত' বলে তীব্র কটাক্ষ করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা এই পাত্র। হতাশা এবং হারার ভয় থেকেই ভোটের দিন বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি ধনেখালিতে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করেছিলেন বলে দাবি করলেন অসীমা পাত্র।
- স্টুডেন্টদের জন্য সম্ভবত স্কুল খুলবে ১০ জুন থেকে। শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদের স্কুলে যেতে হবে ৩ জুন থেকে।
- ''মোদী যাক দেশ থাক'', প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাসবিহারী বসুর জন্মদিন

(প্রথম পাতার পর)

সুবলদহ গ্রামে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যে আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে তুলে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, সেই বাহিনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাসবিহারী বসু। বর্তমানে তার জন্মভিটে রয়েছে বর্ধমানের রায়না ২ নং ব্লকের সুবলদহ গ্রামে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মুখ রাসবিহারী বসু তৎকালীন মহান বিপ্লবী হলেও ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর সেই মানুষটি অবহেলার পাত্র হয়ে আছেন। এমনটাই দাবি করেছেন আপামর জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবী মানুষজন। তার জন্মদিনের ঠিক আগেই তাই তাকে সম্মান জানানোর আর্জিতে সরব এলাকাবাসী। ২৫ মে মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মদিন। ১৮৮৬ সালের ২৫ মে তার জন্ম ছোট্ট গ্রাম সুবলদহে। জানা যায়, এক সময় তার বুদ্ধিমত্তা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনেক খানি এগিয়ে দেয়। তিনি ছিলেন বৃটিশদের ত্রাস। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাকে নিয়ে পথের দাবী বই লিখে ছদ্মবেশী সব্যসাচী চরিত্রের কথা বলেন তিনিই এশিয়ার মুক্তি সূর্য্য রাসবিহারী বসু। যিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠা করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে জোয়ার এনেছিলেন। জাপান সরকার তাকে তাদের দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ''দি রাইজিং সান'' সম্মাণে ভূষিত করেন। যদিও রাসবিহারী বসু এখনও ভারত সরকারের কাছে মরনোত্তর ভারতরত্ন সম্মাননা পাননি। এনিয়ে রাসবিহারী বসুর গ্রাম সুবলদহে ক্ষোভ রয়েছে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে সরব সকলেই। গ্রামবাসীদের পক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রামবাসীদের পক্ষে সফিকুল ইসলাম বলেন,আজকের দিনে ভারতের মহান সন্তান বীর বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মদিন পালন হোক সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এই মহান মানুষটিকে মনে রাখার জন্যই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হোক।

FARHAD HOSSAIN
Channel Partner

শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে
বিনিয়োগের জন্য যোগাযোগ করুন।
7718563194

KHANPUR HOOGHLY WEST
BENGAL KHANPUR, HOOGHLY,
WEST BENGAL, INDIA 712308
farhad05ster@gmail.com

www.angelone.in

KHANPUR HOOGHLY WEST
BENGAL KHANPUR, HOOGHLY,
WEST BENGAL, INDIA 712308
+917718563194
farhad05ster@gmail.com

AngelOne

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com